ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫৭৭
আগরতলা,৫ জুলাই,২০১৯

পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি ডিজিটালাইজেশনকেও গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হাত ধরে 'টাউনশিপ স্কিম' নামক একটি নতুন প্রকল্পের সূচনা হলো। আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, মডেল ত্রিপুরা গড়ে তুলতে হলে রাজ্যের জিডিপির হার বাড়াতে হবে। আর পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়লে জিডিপির হার বাড়ে। তাই পরিকাঠামো উন্নয়ন সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। তিনি বলেন, প্রতিটি সরকারি দপ্তরকেই পরিকাঠামো ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি ডিজিটালাইজেশনকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, ত্রিপুরাকে ডিজিটালাইজেশনের দিক থেকে দেশের মধ্যে প্রথম সাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এজন্য কেন্দ্রীয় তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রক থেকে ১০০ কোটি টাকার আর্থিক সহযোগিতা চাওয়া হবে। তিনি বলেন, কিছুদিন পূর্বে নীতি আয়োগের বৈঠকেও প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বিষয় উল্লেখ করেন এবং তখন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদা করে আলোচনা করেন। তারই সুফল হিসেবে ত্রিপুরার পরিকাঠামো ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য রাজ্যকে সম্প্রতি অতিরিক্ত ৩৫৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারও যে আন্তরিক এটা তারই দৃষ্টান্ত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সরকার। সড়কপথ, সোনামুড়া দিয়ে বাংলাদেশের সাথে জলপথ, রেলপথ, আগরতলাতে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ইত্যাদি ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পর্যটনের বিকাশ ত্রিপুরার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা নেবে। পর্যটন থেকে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার পরিকল্পিতভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে। এদিন 'টাউনশিপ স্কিম' সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সম্বলিত একটি পুস্তিকার মলাট উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী। 'টাউনশিপ স্কিম' সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পটি চালু হওয়ায় আগরতলা শহরে বাড়ি নেই এমন সরকারি কর্মচারী বা অন্যান্য যাদের আগরতলা শহরে বাড়ি করার স্বপ্ন রয়েছে জায়গার অপ্রতুলতার মধ্যেও তাদের স্বপ্ন এবার পূরণ হবে। তিনি বলেন, 'সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার' মাধ্যমেই এই প্রকল্পে নির্মিত ১০০০টি ফ্ল্যাট গ্রাহকদের দেওয়া হবে। আধুনিকতম প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে এই টাউনশিপ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। ভূমিকম্প নিরোধক পদ্ধতি অবলম্বন করেই সর্বসুবিধাযুক্ত এই টাউনশিপ গড়ে তোলা হবে বলে জানান তিনি। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা বলেন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং চাহিদার সাথে সাজুয্য রেখেই নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ আয়ের মানুষদের জন্য আগরতলা শহরে বাড়ি করার সুযোগ করে দেবে প্রকল্পটির বাস্তবায়নে।

***২-এর পাতায়

মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু বলেন, আগরতলায় জায়গার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই অবস্থায় এ ধরনের ফ্ল্যাট নির্মাণ করে ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি মানুষের জন্য কেনার সুযোগ করে দিচ্ছে। এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তিনি বলেন, আগরতলা শহরে এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের পর ত্রিপুরার অন্যান্য শহরেও এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কমিশনার ড. মিলিন্দ রামটেকে।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ৩০ জানুয়ারি ২০১৯-এ গঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী এই অথরিটির চেয়ারম্যান। ত্রিপুরার নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে শহর ও শহরতলি এলাকাগুলির পদ্ধতিগত ও পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্যই এই TUDA গঠন করা হয়। 'টাউনশিপ স্কিম' ত্রিপুরা রিয়্যাল এস্টেট (রেগুরেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট) অ্যাক্ট-২০১৬ মেনে চলবে। আগরতলার কামান চৌমুহনিতে বিবেকানন্দ মার্কেট, কুঞ্জবনের ভগৎ সিং যুব আবাসের পেছনে সরকারি জায়গা এবং নন্দননগরের ডন বসকো স্কুলের নিকটে এই তিনটি 'টাউনশিপ স্কিম' বাস্তবায়ন করা হবে। মোট ১০০০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে। নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ আয়ের মানুষেরা এই ফ্ল্যাট ক্রয় করতে পারবেন। ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থাও থাকবে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ক্রেডিট লিংকড সাবসিডি স্কিমের সুযোগ গ্রহণ করা যাবে যাতে ঋণের সুদের ক্ষেত্রে দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড়ের সংস্থান রয়েছে। চলতি বছরের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ফ্ল্যাট বুকিং শুরু হতে পারে। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নগর উন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে, ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সদস্য স্বপন সাহা প্রমুখ। এদিন প্রজ্ঞাভবনে বিভিন্ন স্ব-সহায়ক দলের মহিলা সদস্যরা তাদের নিজেদের তৈরি করা বিভিন্ন সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বসেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অনুষ্ঠান শেষে তা ঘুরে দেখেন এবং স্ব-সহায়ক দলের সদস্যাদের সাথে মত বিনিময় করেন।

*****